ক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

075

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমস্যা ও কিছু কথা

ছাত্র সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। প্রামমিক বিদ্যালয়েই তাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে হয়। জনসংখ্যানুপাতে সমগ্র দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এর ফলে বহু আগ্রহী দরিদ্র ছেলেমেয়ে বাল্যকালে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এ দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মধ্যে বহু গ্রামেই কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি। এমন কি কোন কোন এলাকার ৩/৪ মাইলের মধ্যেও কোন বিদ্যালয় দেখা যায় না। আর প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ ও শোচনীয়। বেড়াবিহীন দু'চালা ঘরবিশিষ্ট বিদ্যালয়টি চরম অবহেলার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার ভূমিকা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত চেয়ার, টুল-টেবিল, ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নেই। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হয়তো চাটাই বিছিয়ে কোনরূপে পাঠ সমাপ্ত করছে। আবার কোথাও কোন ভাঙ্গনের পাশে অথবা খাল-বিলের পাশে বা প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়ীর আঙ্গিনায় বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যার মধ্যেও আজ টিকে আছে। এসব বিদ্যালয় প্রধানতঃ হৈ-হল্লা ও খেলাধুলার মধ্যে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সময় অতিবাহিত করে বাড়ী ফেরে। এ অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না এবং শিক্ষার্থীরাও প্রকৃত শিক্ষালাভ করে সমাজের আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে আদর্শ ও ভাল শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব। এসব বিদ্যালয়ের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষকই অন্য কোন চাকরি না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখেই এসেছেন এ মহান শিক্ষকতা পেশায়। আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে প্রধানতঃ কোন প্রতিভাবান বা মেধাবী কেউই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন না। অধিকাংশ মেধাবী ও প্রতিভাধরদের দৃষ্টি থাকে প্রচুর অর্থ উপার্জন ও জাঁকজমকের প্রতি। বলাবাহুল্য, এসব বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা নির্ভুল বই পড়তে পারেন না, ভালভাবে উচ্চারণও করতে পারেন না— তবুও তারাই শিক্ষক। এ দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এরূপ করুণ অবস্থা বিরাজমান। অধিকন্তু, বিদ্যালয়গুলোতে শিশু পাঠের উপযোগী কোন পাঠকক্ষ ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা নেই। নেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং নেই হাতে-কলমে শিক্ষাদানের সাজ-সরাঞ্জাম বা শিক্ষা উপকরণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার ব্যাপারে চরমভাবে অবহেলিত। তাদের খেলাধুলার জন্য নেই কোন মাঠ। নেই বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় খেলাধুলা করতে না পেরে কোমলমতি বহু শিশুর দেহ, মন, প্রাণ সঠিকভাবে গড়ে উঠে না। এজন্য বহু শিশুই জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রারম্ভে প্রতিভা বিকাশ করতে পারে না। তাদের সুপ্ত প্রতিভা লুপ্তভাবেই থেকে যায়।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এইচ, এম, এরশাদ দেশ, জাতি ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ইমারত ভবনে পরিণত করে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ ব্যবস্থার ফলে অচিরেই এদেশের চরম অবহেলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাণস্পন্দন শুরু হবে এবং বিদ্যালয়গুলোকে নিঃসন্দেহে বলা যাবে দেশের আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির সুতিকাগার।

—এম গোলাম মাহফুজ